বৈশেষিক সম্মত দ্রব্য পদার্থ

ন্যায় দর্শনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচিত বিষয় হল পদার্থ তত্ত্ব। যে সাতটি পদার্থ বৈশেষিকগণ স্বীকার করে থাকেন তার মধ্যে অন্যতম প্রথম ভাব পদার্থ হল দ্রব্য। এঁদের মতে টেবিল, চেয়ার, ইঁট, কাঠ, পাথর প্রভৃতি সবই দ্রব্য।

যে সাতটি পদার্থ বৈশেষিক দর্শনে স্বীকার করা হয়েছে, দ্রব্য তাদের মধ্যে অন্যতম প্রথম স্বীকৃত ভাব পদার্থ। এই দ্রব্যকে একটি পৃথক পদার্থরূপে স্বীকারের ক্ষেত্রে বৈশষিকগণ নানা যুক্তির অবতারণা করেছেন। তাঁদের মতে আমি যে টেবিলে পড়াশোনা করছি তা যেমন একটি দ্রব্য, তেমনি টেবিলা রাখা বইটিও একটি দ্রব্য। যে কলমে লিখছি তাও একটি দ্রব্য। যা গুণের আশ্রয় তাকেই সাধারণত দ্রব্য বলা হয়। টেবিলটিতে বাদামী রং আছে, রং একটি গুণ; কাজেই টেবিল একটি দ্রব্য। বইয়ের রং, ওজন, আকার ইত্যাদি গুণ আছে, তাই বইও একটি দ্রব্য। এমনিভাবে কলমও একটি দ্রব্য।

ন্যায়-বৈশেষিক মতে, চক্ষু দ্বারা আমরা যেমন টেবিলের বাদামী রং প্রত্যক্ষ করি, তেমনি যাতে এই রং থাকে সেই টেবিল নামক দ্রব্যটিকেও প্রত্যক্ষ করি। ত্বক ইন্দ্রিয়ের দ্বারা কেবল যে কলমটির স্পর্শকে জানি তা নয়, ঐ স্পর্শের আশ্রয় দ্রব্যটিকেও জানি। অবশ্য যে-কোন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা দ্রব্যের প্রত্যক্ষ হয় না। কেবল চক্ষু ও ত্বক ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বাহ্য দ্রব্যের প্রত্যক্ষ করা যায়।

পাশ্চাত্য দার্শনিক জন লক গুণের অস্তিত্ব স্বীকার করে গুণের আধাররূপে একটি দ্রব্য কল্পনা করেছেন, কিন্তু সেই দ্রব্য অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়। কিন্তু ন্যায়-বৈশেষিক মতে দ্রব্য ছাড়া গুণ থাকতে পারে না এটি মানতে হবে। কিন্তু যেমন গুণ প্রত্যক্ষযোগ্য, তেমনি তার অধার বা আশ্রয়রূপে দ্রব্যও প্রত্যক্ষযোগ্য। তাঁদের মতে আমরা যেমন চোখ দিয়ে টেবিল প্রত্যক্ষ করি তখন যে কেবল টেবিলের বাদামী রংটি প্রত্যক্ষ করি তা কিন্তু নয়, সাথে সাথে ঐ রংটির আধার যে দ্রব্য তাকেও প্রত্যক্ষ করি। 'বাদামী টেবিল' - এই আকারেই আমাদের প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয়। এই জ্ঞানে বাদামী রংটি যেমন গুণরূপে প্রতিভাত হয়, তেমনি গুণীরূপে টেবিলটিও প্রতিভাত হয়। আমাদের গুণবুদ্ধি ও গুণীবুদ্ধি ভিন্ন বলে গুণ ও গুণী ভিন্ন হয়। তাই মানতে হবে যে দ্রব্যও আমরা প্রত্যক্ষ করতে পারি।

যদিও বৌদ্ধ দার্শনিকদের মতে আমরা চক্ষু ইত্যাদি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে যা প্রত্যক্ষ করি তা কতকগুলি গুণ অর্থাৎ রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ইত্যাদি ছাড়া আর কিছুই নয়। এগুলি ছাড়া দ্রব্য বলে কোন কিছুকে আমরা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষ করি না। চোখ দিয়ে একটি রং দেখছি, একটি আকার দেখছি, ত্বক ইন্দ্রিয়ের দ্বারা একটি বিশেষ স্পর্শকে পাচ্ছি। এই গুণগুলি ছাড়া টেবিল দ্রব্য বলে কোন কিছুই আমার ইন্দ্রিয়ে পাই না। আর যখন কোন ইন্দ্রিয় দিয়ে দ্রব্যকে প্রত্যক্ষ করা যায় না তখন খামকা গুণের আশ্রয়রূপে দ্রব্যের অস্তিত্ব স্বীকার করব কেন ?

আমরা হয়ত সহজ বুদ্ধিতে বলতে পারি দ্রব্য ছাড়া গুণ থাকবে কি করে ? বৌদ্ধরা কিন্তু বলেন, আসলে রূপ, রসাদি গুণ ইত্যাদি ইন্দ্রিয়ের বিষয় বা ইন্দ্রিয় উপাত্তগুলি কোন দ্রব্যের ওপর নির্ভর না করেই থাকে। এই ইন্দ্রিয় উপাত্তগুলির সমষ্টি হচ্ছে বস্তুটি। আমার সম্মুখের যে টেবিলটি তা বিশেষ আকৃতি, বিশেষ রং, বিশেষ স্পর্শ, বিশেষ ওজন ইত্যাদি ছাড়া আর কিছুই নয়। বৌদ্ধদের এই মত খণ্ডনের জন্য ন্যায়-বৈশেষিকগণ নানা যুক্তির অবতারণা করেছেন। এগুলি আমরা নিম্নে আলোচনা করছি।

বস্তুটি যদি গুণের সমষ্টিমাত্র হয়, তাহলে গুণের পরিবর্তনের সাথে সাথে বস্তুটিও ভিন্ন হয়ে যাবে, এটা মানতে হবে। কিন্তু আমরা তা বলি না। একটি আমের বর্ণ সবুজ থেকে হলুদ হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও, তার স্বাদ টক থেকে মিষ্টি হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও আমরা বলি ওটি একই আম। একটি ঘট কাঁচা অবস্থায় শ্যামবর্ণের, পোড়ালে লাল বর্ণ ধারণ করে। কিন্তু তাই বলে ঘটটিকে আমরা পৃথক বলি না। এর থেকে প্রমাণিত হয় গুণের অতিরিক্ত দ্রব্য বলে কোন পদার্থ আছে, যা গুণের পরিবর্তন সত্ত্বেও নিজে অপরিবর্তিত থাকে।

এক একটি গুণ এক একটি বিশেষ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। রসনা ইন্দ্রিয় আমের মিষ্ট স্বাদকে গ্রহণ করে, তার হলুদ বর্ণ প্রত্যক্ষ করতে পারে না। আবার চক্ষু ইন্দ্রিয় হলুদ বর্ণকে প্রত্যক্ষ করতে পারলেও তার মিষ্টি স্বাদকে প্রত্যক্ষ করতে পারে না। গুণগুলির অতিরিক্ত দ্রব্য বলে যদি কিছু না থাকে, তাহলে বিভিন্ন গুণের গ্রহণ বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা হওয়ায়, আমরা একই বস্তুর গ্রহণকে কিভাবে ব্যাখ্যা করব ? যেহেতু একই বস্তুর গ্রহণ অনুভব-সিদ্ধ। তাই বলতে হবে গুণের অতিরিক্ত দ্রব্য বলে এমন একটি পদার্থ আছে, যা বিভিন্ন গুণের সমান আধাররূপে গৃহীত হয়।

আমরা অনেক সময় বলি, যে আমটিকে আমি চোখে দেখেছিলাম, সেই আমটিকেই এখন স্পর্শ করছি। এই কথাটি যে ভুল তা আমরা কখনো মনে করি না। যদি দ্রব্য বলে গুণের অতিরিক্ত কিছু না থাকে এবং তা গৃহীত না হয়, তাহলে এমন কথা বলার কোন যুক্তি বা হেতু থাকতে পারে না। বৌদ্ধমত অনুযায়ী চোখ শুধু রংকেই দেখছে; স্পর্শ গ্রহণের ক্ষমতা তার নাই। আবার ত্বক শুধু স্পর্শকেই জানছে; রংকে জানার শক্তি তার নাই। কাজেই যাকে দেখছি, তাকেই স্পর্শ করছি। এমন যুক্তি যদি মানতেই হয়, তাহলে আমাদের স্বীকার করতেই হবে যে, আমটির রং, স্পর্শ ইত্যাদির অতিরিক্ত একটা কিছু আছে, যাকে আমরা চক্ষু ইন্দ্রিয়ের সাহায্যেও জেনেছি। এই অতিরিক্ত একটা কিছু হল গুণগুলির অতিরিক্ত আধাররূপ দ্রব্য।

আবার বলা যায়, দ্রব্য ও গুণের একরূপ প্রতীতি নয়। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ইত্যাদি যে দ্রব্য নয়, তা তাদের প্রতীতি থেকেই বোঝা যায়। দ্রব্যের প্রতীতি হচ্ছে স্বপ্রধান্যের প্রতীতি; কিন্তু রূপ, রস ইত্যাদির যে প্রতীতি তাতে স্বপ্রাধান্যের জ্ঞান হয় না। আমের বর্ণটির যে জ্ঞান আমাদের হয়, তা আমটির ওপর নির্ভরশীল রূপেই হয়। স্বপ্রাধান্যরূপে বর্ণটির জ্ঞান হয় না। কেউ এখানে বলতে পারেন যে, আম দ্রব্যটির প্রতীতিও স্বপ্রাধান্যের প্রতীতি নয়। বস্তুটি একটি অবয়বী অর্থাৎ অবয়বের বিশেষ বিন্যাসের দ্বারা সৃষ্ট একটি পদার্থ; তা তার অবয়বের ওপর নির্ভরশীল এবং এই অবয়ব-নির্ভর রূপেই তার প্রতীতি হয়।

এর উত্তরে ন্যায়-বৈশেষিকগণ বলেন যে, আম দ্রব্যটির যে স্বপ্রধান্যের প্রতীতি, তা তুলনামূলক স্বপ্রাধান্য। আমটি তার অবয়বের ওপর নির্ভশীল রূপে প্রতীত হলেও, তার নিজের ওপর নির্ভরশীল যে গুণ ইত্যাদি পদার্থ, সেই পদার্থগুলির তুলনায় তা স্বপ্রধান রূপে প্রতিভাত হয়। হলুদ রংটি আমের রং বলেই প্রতীত হয়, আমের ওপর নির্ভরশীল বলেই প্রতিভাত হয়। কাজেই প্রতীতির ভেদই দ্রব্য ও গুণের ভেদ প্রমাণ করে। সুতরাং গুণের আধার রূপে দ্রব্যের অস্তিত্ব অবশ্য স্বীকার্য।

দ্রব্যের লক্ষণ নিয়ে ন্যায়-বৈশেষিক দার্শনিকগণ বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। বৈশেষিক দর্শনের সূত্রকার তথা প্রথম প্রবক্তা মহর্ষি কণাদ দ্রব্যের লক্ষণ প্রসঙ্গে বলেছেন, 'ক্রিয়াগুণবৎ সমবায়িকারণমিতি দ্রব্য লক্ষণম্' অর্থাৎ এই লক্ষণে দ্রব্যের একটি লক্ষণ নয়, পরন্তু তিনটি লক্ষণ বলা হয়েছে। প্রথমটি হল, 'ক্রিয়াবত্ত্বম দ্রব্যত্বম' অর্থাৎ যা ক্রিয়াবিশিষ্ট তাই দ্রব্য। দ্বিতীয় লক্ষণটি হল 'গুণবত্ত্বম দ্রব্যত্বম' অর্থাৎ যা গুণবিশিষ্ট তাই দ্রব্য। আর শেষ লক্ষণটি হল 'সমবায়িকারণং দ্রব্যলক্ষণম্' অর্থাৎ 'সমবায়িকারণতাবচ্ছেদক ধর্মবত্ত্বং দ্রব্যত্বম্' বা সহজ কথায় 'দ্রব্যত্ববত্ত্বং দ্রব্যত্বম্' অর্থাৎ দ্রব্যত্বই দ্রব্যের লক্ষণ। এখন কেন সূত্রকার এতগুলি লক্ষণ প্রয়োগ করলেন তা আমাদের বিচার করে দেখতে হবে।

প্রথম লক্ষণটি হল ‘ক্রিয়াবত্ত্বং দ্রব্যত্বম্’ অর্থাৎ যা ক্রিয়াবিশিষ্ট তাই দ্রব্য। কিন্তু বৈশেষিক মতে, আকাশ, কাল, দিক ও আত্মা বিভু পরিমাণ দ্রব্য বলে তা নিষ্ক্রিয় দ্রব্য। যা ক্রিয়াবিশিষ্ট তাই দ্রব্য - এরূপ দ্রব্যের লক্ষণ করলে এই সকল নিষ্ক্রিয় দ্রব্যে লক্ষণ সমন্বয় না হওয়ায় দ্রব্য লক্ষণের অব্যপ্তি হয়। তাই পরবর্তী লক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

সূত্রকার সম্মত দ্রব্যের দ্বিতীয় লক্ষণটি হল, ‘গুণবত্ত্বং দ্রব্যত্বম্’ অর্থাৎ যা গুণবিশিষ্ট বা গুণের আশ্রয় তাই দ্রব্য। কিন্তু ন্যায়-বৈশেষিক মতে, গুণ দ্রব্য ছাড়া থাকতে না পারলেও, দ্রব্য গুণ ছাড়া থাকতে পারে। যে দ্রব্যগুলি উৎপন্ন হয়, উৎপত্তির প্রথম ক্ষণে তাতে কোন গুণ থাকে না; দ্বিতীয় ক্ষণে তাতে গুণ উৎপন্ন হয়। এরকম কল্পনা করার কারণ এই যে, ন্যায়-বৈশেষিক মতে দ্রব্য হচ্ছে তাতে উৎপন্ন গুণের সমবায়িকারণ। আর কারণ কার্যের পূর্ববর্তী অর্থাৎ সময়ের দিক থেকে আগে কারণ, পরে কার্য। কোন দ্রব্য যদি তার গুণের কারণ হয়, তাহলে এমন এক ক্ষণ আমাদের কল্পনা করতে হবে যখন কারণ রূপ দ্রব্য আছে, কিন্তু কার্য রূপ গুণ নেই। আর এইজন্যই ন্যায়-বৈশেষিকগণ বলেন, আদ্যক্ষণে অর্থাৎ উৎপত্তির প্রথম ক্ষণে দ্রব্যে কোন গুণ থাকে না, দ্বিতীয় ক্ষণে তাতে গুণ উৎপন্ন হয়। অথচ উৎপত্তির প্রথম ক্ষণেও তো দ্রব্য দ্রব্যই। তাই দ্রব্যের লক্ষণ যদি করা হয় যা গুণের আশ্রয় তাই দ্রব্য(গুণবত্ত্বম দ্রব্যত্বম্), তাহলে লক্ষণটি অব্যাপ্তিদোষে দুষ্ট হবে কারণ উৎপত্তিকালীন দ্রব্যে লক্ষণ সমন্বয় হবে না।

তাই সূত্রকার গুণের শেষ লক্ষণটি করেছেন যা দ্রব্যত্ব জাতিবিশিষ্ট তাই দ্রব্য(দ্রব্যত্ববত্ত্বং দ্রব্যত্বম্), তাহলে লক্ষণটিতে কোন দোষ হবে না। কারণ সকল গরুতে যেমন গোত্ব জাতি থাকে, সকল মানুষে যেমন মনুষ্যত্ব জাতি থাকে, তেমনি সকল দ্রব্যেও দ্রব্যত্ব জাতি থাকবে, তা সে বিভু দ্রব্য হোক কিংবা তা উৎপত্তিকালীন দ্রব্যই হোক। তা দ্রব্যত্ব জাতিবিশিষ্ট। তাই তাতে লক্ষণ সমন্বয় হবেই। এক জাতীয় বিভিন্ন ব্যক্তিতে সমবেত যে নিত্য অনুগত ধর্ম, তাই জাতি। গোত্ব, মনুষ্যত্ব, ঘটত্ব, পটত্বের ন্যায় দ্রব্যত্বও একটি জাতি।

অনেকে এক্ষেত্রে আপত্তি করে বলেন, গরু, মানুষ, ঘট, পট ইত্যাদি জাতি মানা যায়, কারণ এগুলির একটি অনুগত আকার আমরা দেখতে পাই; কিন্তু ন্যায়-বৈশেষিকগণ যে-সকল পদার্থকে দ্রব্য বলে স্বীকার করেন, তাদের কোন অনুগত আকার আমরা দেখতে পাই না। জল, বায়ু, আকাশ, টেবিল, ঘট, পট ইত্যাদি বস্তু দ্রব্য বলেই স্বীকৃত। এই সকল বস্তুর কোন অনুগত প্রতীতি আমাদের হয় না। এছাড়া আকাশ, কাল, দিক, পরমাণু ইত্যাদি দ্রব্যের তো প্রত্যক্ষই হয় না। তাই এই বস্তুগুলিতে সমবেত দ্রব্যত্ব জাতিরও কোন প্রত্যক্ষ হতে পারে না। তাহলে এদের দ্রব্য বলা হবে কিসের ভিত্তিতে ?

ন্যায়-বৈশেষিকগণ এর উত্তরে বলেন, বিভিন্ন দ্রব্যের কোন অনুগত আকৃতি না থাকাতে সাধারণ মানুষের সকল দ্রব্যে ‘দ্রব্য’, ‘দ্রব্য’ বলে কোন অনুগত প্রতীতি হয় না ঠিকই, আবার সকল দ্রব্য প্রত্যক্ষযোগ্য নয়, একথাও ঠিক। তাই নবদ্রব্যের (ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, কাল, দিক, আত্মা ও মন) অনুগত ধর্ম হিসাবে যে দ্রব্যত্ব জাতি তারও প্রত্যক্ষ হওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু তা হলেও দ্রব্যত্ব জাতি অসিদ্ধ নয়। অনুমান প্রমাণের দ্বারাই নবদ্রব্যে সাধারণ দ্রব্যত্ব জাতি সিদ্ধ হয়।

আকাশ, কাল, দিক, ঘট, পট ইত্যাদি যে সকল বস্তুকে দ্রব্য বলা হয় তাদের প্রত্যেকটি তাতে সমবেত যে কার্য, তার সমবায়িকারণ। কার্য যে অধিকরণে সমবেত হয়ে বা সমবায় সম্বন্ধে বিদ্যমান থেকে উৎপন্ন হয়, তাকে সমবায়িকারণ বলে। যেমন লোহিত ঘটের লাল রংটি ঘটে সমবেত হয়ে উৎপন্ন হয় বলে, ঘট হল তাতে উৎপন্ন লাল গুণের সমবায়িকারণ। আবার ন্যায়-বৈশেষিক স্বীকৃত বিভাগ একটি অন্যতম গুণ। এই বিভাগ ঘট, পট, আকাশ, কাল, দিক, আত্মা, মন ইত্যাদি যে সকল পদার্থকে অনুগত প্রতীতির অ-বিষয় বলে তথাকথিত বিরোধীরা বলেছিলেন, সে সকল পদার্থে সমবেত হয়ে উৎপন্ন হয়।

যেমন আমার হাতে পেনটি ছিল। এখন যদি পেনটি হাত থেকে সরিয়ে দিই বা অন্য কোথাও রেখে দিই, তাহলে এই বিভাগ গুণরূপে যেমন হাতে সমবেত হয়ে উৎপন্ন হয়, তেমনি পেনেও সমবেত হয়ে উৎপন্ন হয়। বিভাগরূপ কার্য আকাশের মত বিভু দ্রব্যেও উৎপন্ন হয়। এইভাবে অন্যান্য দ্রব্যের ক্ষেত্রেও একই যুক্তি প্রযোজ্য। কাজেই যদি ধরে নেওয়া হয় যে আকাশ, কাল, দিক, আত্মা, জল, আগুন, ঘট, পট প্রভৃতি পদার্থের কোন অনুগত প্রতীতি হয় না। তাহলেও একথা স্বীকার করতে হবে যে এই পদার্থগুলির সবগুলিই বিভাগ নামক কার্যের সমবায়িকারণ হয়।

কোন পদার্থ যখন কোন কার্যের কারণ হয় তা কোন বিশেষ ধর্মবশঃতই হয়। এখন দেখা যাক টেবিলটি যে তাতে সমবেত বিভাগের সমবায়িকারণ হয়, তা কোন ধর্মের বলে। টেবিলটিতে টেবিলত্ব ধর্ম আছে বলে কি সে এই বিভাগের সমবায়িকারণ হয় ? কিন্তু চেয়ারে তো টেবিলত্ব ধর্ম থাকে না। আবার টেবিলে পৃথিবীত্ব ধর্ম আছে। কিন্তু তাই বলে পৃথিবীত্ব ধর্মের জন্য টেবিল তাতে সমবেত বিভাগের সমবায়িকারণ হয় নি। কারণ, জলও তাতে সমবেত বিভাগের সমবায়িকারণ, কিন্তু জলে পৃথিবীত্ব ধর্ম নেই। তাহলে কি জড়ত্ব ধর্ম আছে টেবিলটিকে ঐ বিভাগের সমবায়িকারণ বলা যাবে ? কিন্তু তাও বলা যাবে না। কারণ, আত্মাকে তো তাতে সমবেত বিভাগের সমবায়িকারণ বলা হয়। কিন্তু আত্মাতে জড়ত্ব ধর্ম নেই।

ন্যায়-বৈশেষিকগণ বলেন, এইভাবে বিচার করলে দেখব যে, টেবিল, চেয়ার, ঘট, পট, আত্মা ইত্যাদি যে-সকল বস্তু বিভাগ নামক কার্যের সমবায়িকারণ হয়, তারা একটি বিশেষ ধর্মের অধিকারী। যে সকল পদার্থ সমবায়িকারণ হয় না, সে সকল পদার্থে ঐ ধর্মটি থাকে না। এই ধর্মকেই বলে সমবায়িকারণের কারণতার অবচ্ছেদক ধর্ম। কোন বস্তু কোন কার্যের কারণ হলেই তাতে কারণতা থাকে এবং কোন না কোন ধর্মবশতঃই ঐ বস্তুতে ঐ কারণতা বর্তায়। ঐ ধর্মই কারণতার অবচ্ছেদক ধর্ম। বিভাগরূপ কার্যের সমবায়িকারণের কারণতারও কোন না কোন অবচ্ছেদক ধর্ম চাই। এই ধর্মই হচ্ছে দ্রব্যত্ব। আকাশ, কাল, দিক, আগুন, আত্মা মন ইত্যাদি পদার্থ যে সমবায়িকারণ হয়, তা এই দ্রব্যত্ব ধর্মবশতঃই। এই দ্রব্যত্ব যাতে থাকে তাই দ্রব্য। অনুগত প্রতীতির বিষয় না হলেও যে সকল পদার্থ দ্রব্য বলে স্বীকৃত, সেই সকল পদার্থেই এই দ্রব্যত্ব থাকে। কাজেই সহজেই বলা যায় যা দ্রব্যত্ববান তাই দ্রব্য।

বৈশেষিক সম্মত দ্রব্য নয় প্রকার :- ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, কাল, দিক, আত্মা ও মন। এদের মধ্যে প্রথম পাঁচটিকে ভৌতিক দ্রব্য বলে। এদের প্রত্যেকের এক একটি বিশেষ গুণ আছে যা বাহ্য ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। বায়ুর বিশেষ গুণ স্পর্শ, ইহা ত্বক ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য। তেজ বা আগুনের বিশেষ গুণ স্পর্শ ও রূপ; এরা যথাক্রমে ত্বক ও চক্ষু ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য। অপ বা জলের বিশেষ গুণ হচ্ছে স্পর্শ, রূপ ও রস; এরা যথাক্রমে ত্বক, স্পর্শ ও রসনেন্দ্রিয় বা স্বাদেন্ত্রিয় দ্বারা গৃহীত হয়। ক্ষিতি বা পৃথিবীর বিশেষ গুণ চারটি, যথা স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ; যা যথাক্রমে ত্বক, চক্ষু, রসনা ও ঘ্রানেন্দ্রিয় গ্রাহ্য। সর্বশেষ ব্যোম বা আকাশের বিশেষ গুণ শব্দ, যা শ্রবণেন্দ্রিয় গ্রাহ্য।

বৈশেষিক সম্মত নয় প্রকার দ্রব্যের প্রথম চারটি ভৌতিক দ্রব্য যথা পৃথিবী, জল, আগুন ও বায়ু; এরা পরমাণুভেদে নিত্য ও দ্বণুকাদি ভেদে অনিত্য। বাকি পাঁচটি দ্রব্য অর্থাৎ আকাশ, কাল, দিক, আত্মা ও মন নিত্য দ্রব্য। তাহলে এঁদের মতে নিত্য দ্রব্য নয় প্রকার এবং অনিত্য দ্রব্য দ্বণুকাদি ভেদে পৃথিবী, জল, আগুন ও বায়ু এই চার প্রকার এবং ঘট, পটাদি এই চার প্রকার অনিত্য দ্রব্যের মধ্যেই পড়ে।

এখন আমাদের সময় হয়েছে বৈশেষিক সম্মত বিভিন্ন প্রকার দ্রব্যের স্বরূপকে বুঝে নেওয়ার। এগুলি একে একে আমরা নিম্নরূপভাবে আলোচনা করছি।

ক্ষিতি, অপ, তেজ ও মরুৎ ঃ-

আমরা একটু আগেই দেখলাম এই ভৌতিক দ্রব্যগুলি নিত্য ও অনিত্য দুই রকমের হতে পারে। এই দ্রব্যগুলির যে সর্বশেষ অবস্থা যাকে নিত্য নিরবয়ব পরমাণু বলা হয়। কিন্তু এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে আমরা পরমাণুর অস্তিত্ব স্বীকার করব কেন ? ন্যায়-বৈশেষিকদের মতে আমরা যে সকল জড় পদার্থ প্রত্যক্ষ করি তারা অবয়বযুক্ত। ফলে তাদের অবয়বাদিক্রমে ভাঙ্গা যায় এবং ততক্ষণ ভাঙ্গা যায়, যতক্ষণ না তা নিত্য নিরবয়ব হচ্ছে, যাকে এঁরা পরমাণু নামে অভিহিত করেছেন। যেমন একটি চককে অবয়বাদিক্রমে ভাঙ্গতে থাকলে তার সর্বশেষ অবস্থা চকের নিত্য নিরবয়ব পরমাণু, যাকে আর ভাঙ্গা যায় না।

এখন এক্ষত্রে হয়ত কেউ প্রশ্ন করতে পারেন ঃ বিভাগের শেষ স্বীকার করব কেন ? বিভাগের কোন সীমা পরিসীমা থাকতে পারে না অর্থাৎ জড় পদার্থ অনন্ত বিভাজ্য। যদিও অনন্ত বিভাজনের ক্ষেত্রে অনবস্থার সম্মুখীন হতে হয়। কিন্তু এই অনবস্থা দোষাবহ নয়। কারণ, প্রামাণিক অনবস্থা সকলেই স্বীকার করে থাকেন। আবার যদি বিভাজনের শেষ সীমা বলে কিছু থাকেও সেক্ষেত্রে আমরা বিশেষ কিছুই পাইনা অর্থাৎ তা নিছক শূন্য ছাড়া আর কিছুই নয়। এই দুটি বিকল্পের কোন একটি গ্রহণ করলেও তা পরমাণুবাদের বিপক্ষে যায়।

এর উত্তরে ন্যায়-বৈশেষিকগণ বলেন, জড়বস্তু অনন্ত বিভাজ্য নয়। আবার এই বিভাজনের শেষ সীমায় আমরা শূন্যতাও পাই না। আমাদের সাধারণ বুদ্ধি কি বলে ? যদি একটি ঘটকে প্রথমে দুটি খন্ডে ভাঙ্গা যায়, তাহলে যে বিভাগ নামক গুণটি দুটি খন্ডকে আশ্রয় করে সমবায় সম্বন্ধে থাকে, শেষ দুটি খন্ড যদি নিছক শূন্য হয়, তাহলে বিভাগ নামক গুণটি কাকে আশ্রয় করে থাকবে ? তাছাড়া আমাদের অনুভবে যখন কোন বিভাগ থেকেই শূন্যতা পাচ্ছি না , তখন শেষ বিভাগটি থেকে শূন্যতা পাব, এমন কথা কল্পনা করা যুক্তিযুক্ত নয়। শেষ বিভাগ থেকেও আমরা দুটি দ্রব্য পাব যা পরমাণু।

আবার জড়বস্তু অনন্ত বিভাজ্য, এই যুক্তিটিও গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। কারণ, তা বললে অনবস্থা দেখা দেবে যা কিন্তু প্রামাণিক নয়, দোষাবহ। প্রামাণিক অনবস্থা স্বীকার করলে বিভিন্ন দ্রব্যের যে পরিমাণগত পার্থক্য তা আমরা দেখাতে পারব না। একটি পাহাড় যদি অনন্ত বিভাজ্য হয়, তাহলে তার অনন্ত অবয়ব। একটি সর্ষের দানাও অনন্ত বিভাজ্য। ফলে তারও অনন্ত অবয়ব। তাহলে পরিমাণের দিক থেকে তাদের সমপরিমাণ হওয়া উচিৎ। কিন্তু বাস্তবত তারা সমপরিমাণ যে নয় একথা সকলে স্বীকার করতে বাধ্য। দুটি দ্রব্যের পরিমাণের এই পার্থক্য কেন হয় তা আমাদের সকলেরই জানা। কারণ, সর্ষের দানার বিভাজনের সর্বশেষ যে সংখ্যা এবং পাহাড়ের বিভাজনের সর্বশেষ সংখ্যা কখনো এক হতে পারে না। বহুগুণ বেশী। সেই কারণে পাহাড়ের পরিমাণ সর্ষের দানার পরিমাণ থেকে অনেক বেশী। তাই অনন্ত বিভাজ্যতা স্বীকার্য নয়।

প্রথম চারটি ভৌতিক দ্রব্য যে বিশেষ গুণ সম্পন্ন তা আমরা আগেই দেখেছি। এদের পরমাণুগুলিও ঐ একই গুণ সম্পন্ন। কিন্তু যেহেতু পরমাণু প্রত্যক্ষযোগ্য নয়, তাই তাদের গুণগুলিও প্রত্যক্ষযোগ্য নয়। এখন পরমাণুগুলি বিশেষ গুণসম্পন্ন হলেও তারা গতিহীন। কিন্তু জীব যাতে তার নিজ নিজ কর্মফল ভোগ করতে পারে তার জন্য ঈশ্বর জীবেদের অদৃষ্ট অনুযায়ী জগৎ সৃষ্টির ইচ্ছা করেন। সেই ইচ্ছার ফলে পরমাণুগুলির মধ্যে গতির সঞ্চার হয়, এবং দুটি পরমাণু সংযুক্ত হয়ে একটি দ্বণুক উৎপন্ন হয়। তবে এক্ষেত্রে আমাদের মনে রাখতে হবে দুটি একজাতীয় পরমাণু কিন্তু সংযুক্ত হয়ে তবে দ্বণুক উৎপন্ন হয়। যেমন দুটি ক্ষিতির পরমাণু একটি ক্ষিতির দ্বণুক সৃষ্টি করে, দুটি জলের পরমাণু একটি জলের দ্বণুক উৎপন্ন করে ইত্যাদি ইত্যাদি। পরমাণুর ন্যায় দ্বণুকও প্রত্যক্ষযোগ্য নয়। তিনটি ক্ষিতির দ্বণুক মিলিত হয়ে যখন একটি ক্ষিতির ত্র্যণুক বা ত্রসরেণু সৃষ্টি করে তখন তা প্রত্যক্ষযোগ্য হয়। এরপর চারটি ত্রসরেণু মিলিত হয়ে একটি চতুরণুক সৃষ্টি করে এবং এইভাবে পঞ্চ অণুক, ষঢ় অণুক ক্রমে স্থূল থেকে স্থূলতর ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ পদার্থের সৃষ্টি হয়।

আকাশ ঃ আকাশ পঞ্চভূতের অন্যতম। আকাশ এক, নিত্য ও বিভু পরিমাণ অর্থাৎ সর্বব্যাপী দ্রব্য। সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকত্ব, সংযোগ, বিভাগ প্রভৃতি আকাশের সামান্য গুণ। আকাশের সামান্য ও বিশেষ উভয় গুণই বর্তমান। শব্দ আকাশের বিশেষ গুণ। আকাশ শব্দের অধিকরণ বা আশ্রয়। সমবায় সম্বন্ধে শব্দ আকাশে থাকে। কিন্তু শব্দের প্রত্যক্ষ হলেও আকাশের প্রত্যক্ষ হয় না। আকাশ অতীন্দ্রিয় দ্রব্য। ন্যায়-বৈশেষিকমতে বাহ্য দ্রব্যের তখনই প্রত্যক্ষ হয় যখন তাদের মহৎ বা সীমিত পরিমাণ থাকে এবং যদি তার উদ্ভূত রূপ বা উদ্ভূত স্পর্শ থাকে। কিন্তু আকাশ বিভু পরিমাণ দ্রব্য। তা পরমমহৎ পরিমাণ বিশিষ্ট। তাই আকাশের প্রত্যক্ষ হয় না। আবার আকাশের উদ্ভূত রূপও নাই, তাই তার চাক্ষুষ প্রত্যক্ষও হয় না। আকাশের উদ্ভূত স্পর্শ নাই, তাই তার ত্বাচ্ প্রত্যক্ষও হয় না। আকাশের অস্তিত্ব অনুমানের দ্বারা সিদ্ধ হয়। অনুমানের আকারটি হল ঃ শব্দ একটি গুণ। গুণ দ্রব্য ছাড়া থাকতে পারে না। কিন্তু শব্দ পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, কাল, দিক, আত্মা ও মনের গুণ হতে পারে না। তাই শব্দ গুণের আশ্রয়রূপে আকাশের অস্তিত্ব অবশ্যই স্বীকার করতে হবে।

কাল ও দিক আকাশের মতই এক নিত্য ও বিভু দ্রব্য। কাল ও দিক সামান্যগুণ বিশিষ্ট। সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকত্ব, সংযোগ ও বিভাগ দিক ও কালের সামান্য গুণ। কালের প্রত্যক্ষ হয় না, যেহেতু তা বিভু পরিমাণ বিশিষ্ট এবং উদ্ভূত রূপ ও উদ্ভূত স্পর্শ নাই। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ইত্যাদি ব্যবহারের কারণরূপে কালের অস্তিত্ব অনুমিত হয়। আবার জ্যেষ্ঠ, কনিষ্ঠ ইত্যাদি বাবহারের কারণরূপেও কালের অস্তিত্ব অনুমিত হয়। যা আগে উৎপন্ন তা জ্যেষ্ঠ, আর যা পরে উৎপন্ন তা কনিষ্ঠ। যা জেষ্ঠ্য তাতে পরত্ব এবং যা কনিষ্ঠ তাতে অপরত্ব গুণ উৎপন্ন হয় বলে পরত্ব, অপরত্ব কার্য। কালিক পরত্ব ও অপরত্বের উপপত্তির জন্য কাল নামক দ্রব্য অনুমিত হয়। কাল সকল কিছুর আধার ও কার্য মাত্রের প্রতি নিমিত্ত কারণ। কাল এক ও অবিভাজ্য। ক্ষণ, প্রহর, দিন ইত্যাদি ভেদ ব্যবহারের দ্বারা কালকে বহু বলা যায় না। উপাধির জন্যই এই সকল ভেদ ব্যবহার হয়ে থাকে।

আকাশ ও কালের ন্যায় দিকও বিভু পরিমাণ বিশিষ্ট এবং একইভাবে দিকেও উদ্ভূত রূপ ও উদ্ভূত স্পর্শ নাই। তাই দিকের প্রত্যক্ষ হয় না। দিক অতীন্দ্রিয়। পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ, এখানে ও সেখানে, কাছে ও দূরে প্রভৃতি বাবহারের কারণরূপে দিকের অস্তিত্ব আনুমিত হয়। দিকের দ্বারা দূরত্ব ও নিকটত্বের ব্যাখ্যা করা যায়। যে স্থান আগে প্রাপ্ত, তা নিকট এবং যে স্থান পরে প্রাপ্ত, তা দূর। যা নিকট তাতে অপরত্ব এবং যা দূর তাতে পরত্ব থাকে। পরত্ব ও অপরত্ব জন্য বা উৎপন্ন গুণ বলে কার্য। দৈশিক পরত্ব ও অপরত্বের উপপত্তির জন্য দিক নামক দ্রব্য অনুমিত হয়। দিক কার্যমাত্রের প্রতি নিমিত্ত কারণ।

বৈশেষিকমতে, আত্মা নয়টি দ্রব্যের মধ্যে একটি অন্যতম দ্রব্য। আত্মা দেহ, ইন্দ্রিয়, মন থেকে ভিন্ন স্বতন্ত্র একটি সত্তা। আত্মা উৎপত্তি বিনাশহীন একটি নিত্য দ্রব্য। আত্মা জ্ঞান বা চৈতন্যস্বরূপ নয়। আত্মা জ্ঞানের অধিকরণ। জ্ঞানাধিকরণত্ব আত্মার লক্ষণ। জ্ঞান বা চৈতন্য আত্মার একটি গুণ। তবে জ্ঞান আত্মার নিত্য গুণ নয়, তা আগন্তুক গুণ। আত্মাতে জ্ঞান সর্বদা থাকে না। আত্মাতে জ্ঞান উৎপন্ন হয়। সুষুপ্তিকালে ও মুক্ত অবস্থায় আত্মাতে কোন জ্ঞান থাকে না।

আত্মা দুই-প্রকার ঃ জীবাত্মা ও পরমাত্মা বা ঈশ্বর। জীবের জ্ঞান অনিত্য, কিন্তু পরমাত্মার জ্ঞান নিত্য। সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকত্ব, সংযোগ, বিভাগ, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, সুখ, দুঃখ, জ্ঞান, ধর্ম, অধর্ম ও সংস্কার - এই ১৪টি জীবাত্মার গুণ। সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকত্ব, সংযোগ ও বিভাগ, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন এই আটটি পরমাত্মা বা ঈশ্বরের গুণ। ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, সুখ, দুঃখ, জ্ঞান, ধর্ম, অধর্ম ও ভাবনা নামক সংস্কার - এই নয়টি জীবাত্মার বিশেষ গুণ।

জীবাত্মা এক নয়, বহু। প্রতি জীব শরীরে জীবাত্মা ভিন্ন ভিন্ন। জীবাত্মা বিভু। শরীরের দ্বারা অবচ্ছিন্ন বলে জীবাত্মাকে সীমিত বলে মনে হয়। পরমাত্মা এক। জগতের নিমিত্ত কারণ বা কর্তারূপে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অনুমিত হয়।

ন্যায়-বৈশেষিক মতে মন নবম দ্রব্য। সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকত্ব, সংযোগ, বিভাগ,পরত্ব, অপরত্ব (দৈশিক), সংস্কার (বেগ) এই আটটি গুণের অধিকরণ হল মন। মনকে অতীন্দ্রিয় বলা হয়েছে। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক - এই পাঁচটি বহিরিন্দ্রিয়ের দ্বারা বাহ্যবস্তুর জ্ঞান হয়। কিন্তু সুখ, দুঃখ প্রভৃতি আন্তর বস্তুর জ্ঞান বাহ্য ইন্দ্রিয়ের দ্বারা হয় না। সুখ, দুঃখ প্রভৃতি আত্মার গুণ। এগুলি প্রত্যক্ষের জন্য অন্তরিন্দ্রিয় মন অবশ্য স্বীকার্য। বহিরিন্দ্রিয়ের দ্বারা বাহ্যবস্তুর প্রত্যক্ষের জন্যও মনের প্রয়োজন। বাহ্য ইন্দ্রিয়ের সাথে মনের সংযোগ হলে তবে বাহ্য বস্তুর প্রত্যক্ষ হয়।

বৈশেষিক দর্শনে মনকে অতীন্দ্রিয় দ্রব্য বলা হয়েছে। মনের প্রত্যক্ষ হয় না, কারণ মন অণুপরিমাণ বিশিষ্ট। মনের অস্তিত্ব অনুমানের দ্বারা সিদ্ধ হয়। বৈশেষিক দর্শনে বলা হয়েছে - 'যুগপৎ জ্ঞানানুৎপত্তিঃ মনসো লিঙ্গম্' অর্থাৎ একই সময়ে দুটি বিষয়ের জ্ঞানের উৎপত্তি না হওয়ায় মনের অস্তিত্ব অনুমিত হয়। একই সময়ে আমাদের বিভিন্ন ইন্দ্রিয়গুলি তাদের আপন আপন বিষয়ের সাথে যুক্ত থাকলেও আমাদের বিভিন্ন বিষয়ের যুগপৎ জ্ঞান হয় না। এর কারণ - বিষয়ের সাথে বহিরিন্দ্রিয়ের সংযোগ হলেও বহিরিন্দ্রিয়ের সাথে মনের সংযোগ না হওয়ায় বিষয়ের জ্ঞান হয় না। যেহেতু মন অণুপরিমাণ বিশিষ্ট তাই একই সময়ে একাধিক বিষয়ের সাথে সংযুক্ত হতে পারে না। আর তাই আমাদের যুগপৎ জ্ঞান উৎপন্ন হয় না। এর থেকে মনের অস্তিত্ব ও মন যে অণু পরিমাণ, তা প্রমাণিত হয়। মন আত্মার মত নিত্য দ্রব্য। প্রতিটি আত্মায় ভোগসাধনরূপে একটি করে মন স্বীকার করতে হবে। আত্মা অসংখ্য, তাই মনও অসংখ্য।

অধ্যাপক বিবেকানন্দ সাউ
দর্শন বিভাগ
বিদ্যানগর কলেজ